মেহেরপুরে ইয়াবা গাঁজা ও নগদ টাকাসহ আটক ২

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী এক বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১১৫ পিস ইয়াবা ও ৫০০ গ্রাম গাঁজা ও নগদ ৪৫ হাজার ৫০০ টাকা সহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মেহেরপুর৷

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে সদর উপজেলার গোপালপুরের বসন্তপুর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন— গোপালপুরের বসন্তপুর এলাকার আবুল কালামের ছেলে আব্দুস সালাম (৪৫) এবং রহিমের ছেলে আলাউদ্দিন (২৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. রহমত আলীর নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল বসন্তপুর এলাকায়আব্দুস সালামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে৷ আব্দুস সালাম ও আলাউদ্দিনকে তল্লাশি করে তাদের হেফাজত থেকে ১১৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৫০০ গ্রাম গাঁজা এবং মাদক বিক্রির নগদ ৪৫ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধারকৃত মালামালসহ তাদের আটক করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের এ ধরনের নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসে সেবা চাইলেই লাগে টাকা

অনিয়ম, দুর্নীতি আর ভোগান্তির অপর নাম মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিস বলে অভিযোগ করেছেন সেবা নিতে আসা নাগরিকরা।

করা হয়। যদি এমনটাই হয়, তাহলে প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখে দোষী সাব্যস্ত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে বলে আশা করি।

অভিযোগের বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার সেলিম রেজা বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে, সব মিথ্যা এবং বানোয়াট। তাঁরা সবাইকে সেবা দিতে কাজ করে যাচ্ছেন।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার মো. এনামুল হক বলেন, নির্বাচন অফিসে কোনো ধরনের অনিয়ম হয়ে থাকলে খোঁজখবর নিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া অফিসের কেউ আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত থাকলে তদন্তে প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।

মেহেরপুরে ইজতেমার নিরাপত্তায় জেলা পুলিশের বিশেষ ব্রিফিং প্যারেড

মেহেরপুর সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে আগামী ৫ থেকে ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ইজতেমাকে কেন্দ্র করে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে জেলা পুলিশ। এ উপলক্ষে দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যদের নিয়ে বিশেষ ব্রিফিং প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৪ নভেম্বর) পুলিশ লাইন্সের ড্রিল শেডে এ ব্রিফিং প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। এতে ডিউটিতে মোতায়েনকৃত কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার আলী হায়দার চৌধুরী, বিপিএম।

ব্রিফিংয়ে পুলিশ সুপার ইজতেমা ময়দান ও এর আশপাশের এলাকার নিরাপত্তা পরিকল্পনা সম্পর্কে পুলিশ সদস্যদের বিস্তারিত অবহিত করেন। এ সময় ইজতেমায় আগত ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন রাখা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পকেটমার ও ছিনতাইকারী চক্রের তৎপরতা

প্রতিরোধ এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এ ছাড়া যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং মুসল্লিদের নির্বিঘ্নে ইবাদত-বন্দেগি নিশ্চিত করতে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন পুলিশ সুপার।

আগামী ৫ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী এ ইজতেমায় হাজারো ধর্মপ্রাণ মুসল্লির সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইজতেমা সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশে সম্পন্ন করতে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

গাংনীতে বিএনএফ এর অর্থায়নে প্রতিবন্ধীদের মাঝে বিনামুল্যে ছাগল বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কর্মসুচীর আওতায় প্রতিবন্ধীদের মাঝে বিনামুল্যে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ (৩ নভেম্বর) মঙ্গলবার সকালে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আলোচনা সভা শেষে ছাগল বিতরণ করা হয়। প্রতিবন্ধী পরিবারকে আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সাবলম্বি করতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বিএনএফ এর অর্থায়নে ২৫ জনকে দুটি করে ছাগল দেয়া হয়।

এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমাম। প্রতিবন্ধীদের উদ্দেশ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান বলেন, প্রতিবন্ধীরা সমাজ বা পরিবারের বোঝা নয়। এরা সুবর্ণ নাগরিক। পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির এই উদ্যোগ খুবই প্রসংশিত। দুটি ছাগলই হতে পারে একটি

অসচ্ছল পরিবারের স্বচ্ছজলতার উৎস।

উপকারভোগীরা জানান, বিএনএফ এর অর্থে পাওয়া বিনামুল্েযের ছাগল পালনের মাধ্যমে তারা সাবলম্বী হতে চান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা আরশাদ আলী ও উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাক্তার মো: আরিফুল ইসলাম। আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন পিএসকেএস এর নির্বাহী পরিচালক মুহাঃ মোশাররফ হোসেন ও পরিচালক মোহাম্মদ কামরুজ্জামানসহ অতিথিবৃন্দ।

ঢাকার আশুলিয়ায় “এটিসি ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট” -এর উদ্বোধন

ঢাকার আশুলিয়ায় নতুন যাত্রা শুরু করলো “এটিসি ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট”।

প্রবাসগামী কর্মীদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মেহেরপুরের মো. অরিক আহমেদের প্রতিষ্ঠান “এটিসি এয়ার টিকেটিং” - এর নতুন সংযোজন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে “এটিসি ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট”।

প্রবাসে কর্মসংস্থানে আগ্রহী নারী ও পুরুষদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করবে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীরা যেন নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিদেশের শ্রমবাজারে ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং অধিক উপার্জনের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেন, সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী মো. অরিক আহমেদ বলেন, “আমরা চাই, বিদেশগামী প্রতিটি কর্মী প্রয়োজনীয় দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করুন। কারণ দক্ষতা বাড়লে কাজের

মান বাড়ে, আর কাজের মান বাড়লে উন্নত উপার্জনের সম্ভাবনাও তৈরি হয়।”

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, শ্রীলঙ্কা দূতাবাসের প্রটোকল অফিসার এবং বাংলাদেশ ওভারসীজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রবাসে কর্মসংস্থানে আগ্রহী মানুষের দক্ষতা উন্নয়ন এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে এটিসি ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবে।

এ সময় প্রতিষ্ঠানটির নতুন এই পথচলায় সবার দোয়া, ভালোবাসা ও সহযোগিতা কামনা করেন মো. অরিক আহমেদ।

“এটিসি এয়ার টিকেটিং” দীর্ঘ ২১ বছরের আস্থা, বিশ্বাস ও সেবার ধারাবাহিকতায় এবার দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার নতুন প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

৭ নভেম্বর জাতীয় সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির আলোচনা সভা

৭ নভেম্বর জাতীয় সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) রাতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, আলমগীর খান ছাতু ও হাফিজুর রহমান হাপি।

পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনার সঞ্চালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মোল্লা মিন্টু এবং জেলা জাসাসের সদস্যসচিব এ বাকা বিল্লাহসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

সভায় ৭ নভেম্বর জাতীয় সংহতি দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয় এবং দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মেহেরপুর সদরের নতুন ইউএনও মোঃ রুহুল কুদ্দুস

মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা মোঃ রুহুল কুদ্দুস।

খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার মোঃ আবু সাঈদের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁকে মেহেরপুর সদর উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, মোঃ রুহুল কুদ্দুস বর্তমানে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনায় কর্মরত রয়েছেন। তাঁকে মেহেরপুর সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

অভিযুক্তরা। পরে এক পথচারী তাঁকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। ২৭ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। এ সময় মামলা না করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন বাদী।

মামলায় নাহিদ মাহবুব সানি ছাড়াও মিঠুন আলী, শাকিল, রবি, তারিক ও শফি নামে ছয়জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার সিআর নম্বর ১৩০৪/২৬। তাঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৮৫, ৫০৬(২) ও ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

এদিকে, চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে গত ৩০ অক্টোবর বিকেলে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করার তিন দিন পর আদালতে এ মামলা দায়েরের ঘটনায় মেহেরপুরের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

গাংনীতে তহশিলদার হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বাড়তি টাকা নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ঘুষ, দুর্নীতি ও নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদার) হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে। খাজনা পরিশোধ, হোল্ডিং খোলা, নামজারি, পর্চা উত্তোলনসহ ভূমি অফিসের বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে ৫০০ থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ দিতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। এমনকি আদালতে বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার নামেও ভূমি মালিকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, সরকারি নিয়মে নির্ধারিত ফি পরিশোধের পরও

অতিরিক্ত টাকা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায় না। দিনের পর দিন অফিসে ঘুরেও কাজ না হওয়ায় একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত টাকা দিতে হচ্ছে সেবা প্রত্যাশীদের। এভাবে প্রতিদিন বিভিন্ন সেবা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আদায় করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে মাসে লাখ টাকারও বেশি বাড়তি আয়ের অভিযোগ উঠেছে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।

অভিযোগ রয়েছে, ভূমি অফিসের বিভিন্ন কাজের জন্য আদায় করা অর্থের একটি অংশ ওপর মহলে দিতে হয় বলেও তিনি কয়েকজন ভুক্তভোগীর কাছে দাবি করেছেন। তবে ওপর মহলে কারা রয়েছেন, সে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কথা বলতে রাজি হননি বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ভূমি অফিসের সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ মানুষ এখন এক ধরনের ভোগান্তির মুখে পড়েছেন। খাজনা পরিশোধের মতো সাধারণ কাজেও দীর্ঘসূত্রতা তৈরি করা হচ্ছে। নামজারি, হোল্ডিং খোলা কিংবা বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে হয়রানি আরও বেশি। কোনো ভূমি মালিক প্রতিবাদ করলে কিংবা অতিরিক্ত টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তাঁকে নানা অজুহাতে হয়রানি করা হয়।

জুগিন্দা গ্রামের আব্দুল করিম বলেন, তহশিলদার হুমায়ুন কবির ইচ্ছেমতো অফিস করেন। প্রয়োজনের সময় তাঁকে ঠিকমতো পাওয়া যায় না। অনেক সময় অফিসে গিয়েও তাঁর দেখা মেলে না। মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি ফোন ধরেন না। ফলে জমিজমাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজ করতে গিয়ে আমাদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।

গাড়াডোব গ্রামের হামিদুল ইসলাম বলেন, ভূমি মালিক ও সেবা প্রত্যাশীদের অনেকটা জিম্মি করে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কোনো বিষয়ে কিছু বলতে গেলে নানা অজুহাতে হয়রানি করা হয়। সাধারণ মানুষ জমিজমাসংক্রান্ত কাজে বাধ্য হয়ে ভূমি অফিসে যায়। আর সেই সুযোগেই তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

ধানখোলা গ্রামের হাফিজুল ইসলাম বলেন, খাজনা পরিশোধ করার জন্য দিনের পর দিন ভূমি অফিসে ঘুরতে হচ্ছে। সহজ একটি কাজ করতেও নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। সময়মতো সেবা না পাওয়ায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে।

আড়পাড়া গ্রামের রহিদুল ইসলাম বলেন, তহশিলদার হুমায়ুনকে খুশি করলে

খাজনা কমে যায়। খুশি না করলে খাজনার পরিমাণ বেড়ে যায়। অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং বিভিন্ন কাজে অযথা হয়রানি করার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

এদিকে ওই কর্মকর্তার কর্মস্থলসংক্রান্ত বিধিবিধান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। অভিযোগ রয়েছে, কর্মস্থল ধানখোলা ইউনিয়নে হলেও তিনি নিজ কর্মস্থলের বাইরে সদর এলাকায় বসবাস করেন। পাশাপাশি সাধারণ সেবা প্রত্যাশীদের সঙ্গে

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, ভূমি অফিস সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সরকারি সেবাকেন্দ্র। কৃষিজমি, বসতভিটা, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি কিংবা জমির মালিকানাসংক্রান্ত কাজে প্রতিনিয়ত মানুষকে এই অফিসে যেতে হয়। সেখানে ঘুষ ও হয়রানির অভিযোগ সত্য হলে তা শুধু সরকারি সেবার মানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে না, সাধারণ মানুষের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

তাদের দাবি, ধানখোলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হোক। সরকারি সেবার নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, তদন্ত প্রতিবেদনের নামে টাকা নেওয়া এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

এ বিষয়ে তহশিলদার হুমায়ুন কবিরের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল দিলে তিনি রিসিভ করেননি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান বলেন, বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন।

মেহেরপুরের মোমিনুল ইসলামের পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

মেহেরপুরের মোঃ মোমিনুল ইসলাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ‘ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রযুক্তিনির্ভর সেবা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ (Technology Based Services of Islamic Banking: Bangladesh Perspective) শীর্ষক গবেষণার জন্য তিনি এ ডিগ্রি লাভ করেন।

মোমিনুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার দফরপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিএডিসির সাবেক সহকারী প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নূরুল ইসলাম এবং মিসেস মনোয়ারা ইসলামের দ্বিতীয় পুত্র।

বর্তমানে তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, মেহেরপুর বড়বাজার উপশাখার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনে মোমিনুল ইসলাম তাঁর পরিবার, সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।